OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 67
Website: https://tirj.org.in, Page No. 593 - 601
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 593 - 601
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

অথর্ববেদীয় কৃষিসূক্তের প্রেক্ষাপটে কৃষিক্ষেত্রে অনুসৃত লোকাচারের সেকাল ও একাল

উজ্জ্বল কর্মকার
সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত-বিভাগ
শালবনী সরকারী মহাবিদ্যালয়, কয়মা, ভীমপুর
Email ID : mailtoujjalkarmakar@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Atharvaveda, Kṛṣisūkta, Sītāyajña, Sītā, Hālika, Sītādhyakṣa, Royal Polughing Ceremony, Rāmāyaṇa.

Abstract
India is an agricultural country, so the influence of agriculture on the literature, culture and folklore of this country is considerable. As a result of the overall dependence of the Vedic social system on sacrifices, the practice of sacrifices has also been followed in the agricultural sector. In the Vedic mantras, the god of agriculture has sometimes been prayed for the prosperity of the crops, and in some places, special offerings have been made in sacrifices for the prosperity of the crops. Various rituals have been prescribed in the Vedic rituals on the occasion of sowing seeds and harvesting new crops. These rituals were initially confined to the so-called vaitānika or sacrificial rituals, far from the common ones. But in the later Atharvavedic folklore, they have become very popular, and the Vedic trend of these agricultural-centric rituals has been combined with various folk trends during the period of Atharvavedic Sūtra literature. As a result, as these agricultural-centric folk customs gradually became popular, they also successfully crossed the boundaries of country and time and entered the international arena. Similarly, these popular folk customs or festivals have found a place in the literature of the later period. In the prepared essay, I intend to talk a few words about the nature of the folk customs practiced in the agricultural sector of that time and the types of their ceremonies in the later period, in the context of an agricultural hymn from the Atharvaveda.

Discussion

বৈদিক সাহিত্য ধারায় ঋক্, সাম ও যজুঃ এই তিনটি বেদ যাজ্ঞিক, পাঠক ও গবেষক মহলে জনপ্রিয়তার শিখরস্পর্শী। শ্রৌত যজ্ঞের বহুলাংশই ত্রিবেদ নির্ভর। তত্ত্বের নিগূঢ়তায় ও তথ্যের বিবিধতায় ঋক্ প্রভৃতি ত্রিবেদ স্ব-স্ব মহিমায় চিরভাস্বর। এককথায় যাদের আমরা সম্ভ্রান্তবেদ বলতে পারি। সেইদিক থেকে চতুর্থবেদ অথর্ববেদে যেন সেই সাবেকী শ্রৌতধারায় ভাটার টান পড়েছে। কোথায় সেই সোমযাগ, রাজসূয়যাগ, অশ্বমেধ প্রভৃতি যাগের বর্ণাঢ্যময় জাঁকজমকতা, আর কোথায়

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 67
Website: https://tirj.org.in, Page No. 593 - 601
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

একান্ত সংগোপনে অনুষ্ঠেয় স্ত্রীবশীকরণ, কৃমিনাশন, দুঃস্বপ্নদমন প্রভৃতির চাকচিক্যহীনতা। ঋক্ প্রভৃতি তিন বেদে প্রায়শই ধরা পড়েছে মানব-মনের উচ্চকোটির জীবনদর্শন, বস্তুদর্শন ও তার সঙ্গে সঙ্গে পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা প্রভৃতির মত উঁচুস্তরের জাগতিক চাহিদার প্রার্থনা। অথর্ববেদে যে এগুলি একেবারেই অমিল তা বলা যায় না। কিন্তু অথর্ববেদের নিজস্বতার পরিচয় যাদের নিয়ে, সেগুলি তথাকথিত দৈনন্দিন বস্তুজীবনের সঙ্গে ওতোপ্রতো ভাবে জড়িত। সমাজের একজন সাদামাটা অতি সাধারণ মানুষের অতিতুচ্ছ পার্থিব চাহিদাও অথর্ববেদীয় ঋষির দৃষ্টি এড়ায়নি। সোমযাগে সোমক্রয়ের প্রতীকি অনুষ্ঠানে যে লোকটির কাছ থেকে সোমলতা নেওয়া হত; যজ্ঞ স্থলের বাইরে অপেক্ষারত সেই দেহাতি মানুষটির অন্তরের ব্যাথা বোধ হয় সর্বদর্শী ব্রহ্মা প্রমুখ ঋষি ঋত্বিক্ এর হৃদয়কে উদ্বেলিত করেছিল। আর তারই ফলশ্রুতিতে সর্বসাধারণের দৈনন্দিন জীবনের উপযোগী ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে সামাঞ্জস্য রেখেই ব্রহ্মা, অথর্বা প্রমুখ ঋষিরা অথর্ববেদের আয়ুষ্য, ভৈষজ্য, পৌষ্টিক প্রভৃতি মন্ত্রগুলির দর্শনের তাগিদ অনুভব করেছিলেন। শুধু তাই নয় যে নারীসমাজ তিন বেদ নির্ভর সম্ভ্রান্ত বৈদিকসংস্কৃতিতে খানিকটা ব্রাত্য হয়ে পড়েছিলেন তাঁদের হিতার্থে অথর্ববেদের ঋষিরা অনেক দিলদরিয়া ছিলেন বলা যায়। তাই অন্তঃপুরচারিণী একজন সাধারণ ঘরণীর একান্ত ব্যাক্তিগত বিবিধ মেয়েলী সমস্যারও সমাধান দিতে অথর্ববেদের ঋষিরা কুণ্ঠা বোধ করেননি স্বপত্নীদমন, সুখপ্রসব-করণ, রক্তপাত-নিরোধক প্রভৃতি মন্ত্রগুলিতে। পরবর্তী কালের স্মৃতিশাস্ত্রও তাই অথর্ববেদের এই সার্বজনীকতা অস্বীকার করতে পারেনি। আপস্তম্বধর্মসূত্রে (আপ.ধ.সূ.) সমাজের সকল স্তরের মানুষের বেদ হিসাবে উপদিষ্ট হয়েছে অথর্ববেদ[১]। সামগ্রিকরূপে কোন একটি সামজের সংস্কৃতি ও কৃষ্টির পরিচয় পেতে হলে, সেই সমাজের উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা পদ্ধতির নিরীক্ষণ একান্তই প্রয়োজন। তাই চতুর্থবেদ অথর্ববেদকে বাদ দিয়ে ঋক্ প্রভৃতি ত্রিবেদ নির্ভর বৈদিক সংস্কৃতির পরিচয় বোধহয় অনেকাংশেই অধরা থেকে যায়। অথর্ববেদ এক্ষেত্রে আমাদের কাছে প্রাচীন ভারতীয় লোকসংস্কৃতির পরিচায়ক অভ্রান্ত একটি দলিল রূপে এসে পৌঁছেছে। অথর্ববেদীয় মন্ত্রে ও মন্ত্রভাষ্যে লোকসংস্কৃতির একটি নিদর্শন এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করা হল।

কৃষিমাতৃক দেশ ভারতবর্ষ, তাই সর্বকালেই এই দেশের সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও লোকাচারে কৃষির কথা বারে বারেই ঘুরে ফিরে এসেছে। ঋগ্বেদের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত কবি মানসে চকিতে চকিতে উদ্ভাসিত হয়েছে – 'কৃষিমিৎ কৃষস্ব' ও 'আমরা চাষ করি আনন্দে'র মত ছন্দোময়ী বাণী। অথর্ববেদে এর অন্যথা ঘটেনি, পরিবর্তিত লোকাচার ও লোকানুষ্ঠানকে সাথে নিয়ে অথর্ববেদের তৃতীয় কাণ্ডের একটি সূক্তে (৩।১৭) ঋষিকবি বিশ্বামিত্রের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে কৃষির জয়গান। সমগ্র সূক্তে মন্ত্রের সংখ্যা নয়টি, দেবতা সীতা (হালে উৎখাত রেখা, কর্ষণ পদ্ধতি বা কৃষিকার্য)[২]। সূক্তের অর্থের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এবং অথর্ববেদীয় বৈতানসূত্র ও কৌশিকসূত্রকে অনুসরণ করে ভাষ্যকার সায়ণ সূক্তটির বহুবিধ বিনিয়োগ দেখিয়েছেন। যার অধিকাংশই কৃষিকার্যে ক্ষেত্রকর্ষণ ও বীজবপন অনুষ্ঠানের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত।

প্রথমে কৌশিকগৃহ্যসূত্র অনুসারে সূক্তটির প্রস্তাবিত বিনিয়োগগুলির পরিচয় দেওয়া যাক। ভূস্বামী আলোচ্য সূক্তটির জপ করতে করতে জোয়ালের ডানদিকের বলদ যোজনা করবেন এবং তিনি ভূমি কর্ষণের আনুষ্ঠানিক সূচনার্থে খানিকটা জমি কর্ষণ করে সূক্তটির পাঠ সমাপন হলে 'হালিক' অর্থাৎ কর্ষণ কার্যে নিযুক্তকে হাল ছেড়ে দেবেন। ভূকর্ষণের উপযোগী লাঙল, জোয়াল ও বলদকে একসঙ্গে হাল বলা হয়। সে সময় লাঙল ত্রিফলক বিশিষ্ট ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় এই সূক্তের বিনিয়োগে। ত্রিফলকে কর্ষণের ফলে জমিতে তিনটি সীমান্ত বা রেখা উৎখাত হলে, তাদের উত্তরবর্তী সীমান্তে অগ্নি স্থাপন করে এই সূক্তের পাঠে পুরোডাশের (যজ্ঞীয় পিঠে বিশেষ) মাধ্যমে ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে ও স্থালীপাকের (যজ্ঞীয় পায়েস) মাধ্যমে অশ্বিদ্বয়ের উদ্দেশ্য যাগ করে কর্ষণকার্য সেই উত্তরবর্তী সীমান্তেই সমাপনীয় ছিল[৩]। নিরুক্তকার যাস্ক নির্বচনের মাধ্যমে ইন্দ্র শব্দের অর্থ করেছেন বজ্রের দ্বারা ইরা বা ভূমিকে যিনি বিদীর্ণ করেন বা বৃষ্টিপাতের দ্বারা বীজের আবরণ যিনি দীর্ণ করেন তিনিই ইন্দ্র। ঋগ্বেদের ইন্দ্রে যুগপৎ বীরত্ব ও অন্নদাতৃত্ব প্রভৃতি গুণ প্রকাশিত হয়েছে। আর ঋগ্বেদের অশ্বিদ্বয় হলেন দৈবভিষক্ বা চিকিৎসক, সুতরাং তাঁরা ভেষজ উদ্ভিদবিদ্যায় পারদর্শী। ঋগ্বেদে ইন্দ্র, অশ্বিদ্বয় প্রমুখ সম্ভ্রান্ত দেবগণ হবির্গন্ধে পরিপ্লুত যজ্ঞ প্রদেশেই বিচরণ করতেন। কিন্তু অথর্ববেদীয় লোকাচারে তাঁরা তাঁদের সেই সম্ভ্রান্ততার খোলস ত্যাগ করে সাধারণ মানুষের সুখ-সুবিধার্থে কৃষিক্ষেত্রেও এসে হাজির হয়েছেন। বৈদিক দেবতাদের পৌরাণিকী দেবতারূপে উত্তরণের প্রক্রিয়া বোধহয় অথর্ববেদ থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। আজও এই বাংলার প্রান্তিক প্রদেশের সাধারণ কৃষকদের

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 67
Website: https://tirj.org.in, Page No. 593 - 601
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মধ্যে কৃষিক্ষেত্রে ধানের চারা রোপণের পর ইন্দ্র পূজার প্রচলন আছে। সুতরাং এই অনুষ্ঠানটি পূর্বোক্ত অথর্ববেদীয় সংস্কৃতির নব সংস্করণ কিনা তা গবেষণা সাপেক্ষ। সূক্তের 'সীতে বন্দামহে' ইত্যাদি অষ্টম মন্ত্রটির দ্বারা ভূস্বামী হালিককে দিয়ে কর্ষণ করা তিনটি সীতা বা হলোৎখাত রেখাকে অনুমন্ত্রণ করাবেন[৪]। এছাড়াও অদ্ভুতশান্তিকর্ম, বৃষলাভকর্ম, যজ্ঞবাস্তুসংস্কার কর্মেও সূক্তটির কৌশিকগৃহ্যসূত্র অনুসারে বিনিয়োগ দেখিয়েছেন ভাষ্যকার সায়ণ।

বৈতানসূত্র অথর্ববেদীয় শ্রৌতসূত্র। এই সূত্রগ্রন্থটিকে অনুসরণ করেও ভাষ্যকার সায়ণ আলোচ্য সূক্তটির কয়েকটি শ্রৌত বিনিয়োগের ক্ষেত্র দেখিয়েছেন। যার কিছু তথ্য বেশ চমকপ্রদ। অগ্নিচয়ন শ্রৌত যাগের একটি প্রসিদ্ধ অনুষ্ঠান। অগ্নিচয়ন অগ্নিকুণ্ড নির্মাণের প্রক্রিয়া বিশেষ। বিবিধ আয়তনের ও আকৃতির অগ্নিকুণ্ড ব্যবহৃত হত শ্রৌতযাগে। অগ্নিকুণ্ড নির্মাণের সময় অগ্নিক্ষেত্রের কর্ষণের সুবিধার্থে একটি ফলকের ব্যবহার করা হত। অগ্নিচয়নের সময় অথর্ববেদীয় ঋত্বিক্ ব্রহ্মা কর্তৃক 'সীরা যুঞ্জন্তি' ইত্যাদি প্রথম মন্ত্রটি পাঠের মাধ্যমে সেই ফলকটি অনুমন্ত্রণীয় ছিল। অর্থাৎ ফলকটির দিকে তাকিয়ে একনিষ্ঠভাবে পূর্বোক্ত মন্ত্রটির পাঠ বিধেয় ছিল[৫]। সূক্তগত 'লাঙ্গলং পবীরবৎ' ইত্যাদি তৃতীয় মন্ত্রটির দ্বারা ভূমি কর্ষণরত লাঙ্গলটির অনুমন্ত্রণ করণীয় ছিল। এছাড়া 'কৃতে যনৌ' ইত্যাদি দ্বিতীয় মন্ত্রটির পাঠের মাধ্যমে চাষের উপযোগী করে প্রস্তুত কৃষিক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিকভাবে বীজবপনকারী যজুর্বেদীয় ঋত্বিক্ অধ্বর্যুকেও অনুমন্ত্রণ করতে হত[৬]।

শুক্লযজুর্বেদীয় পারস্করগৃহ্যসূত্রে (পা.গৃ.সূ) কৃষিকার্যের নবারম্ভে অনুষ্ঠেয় কয়েকটি গৃহ্যানুষ্ঠান অনূদিষ্ট হয়েছে। ভূকর্ষণ ও বীজবপনের জন্য 'সীতাযজ্ঞ' নামক একটি গৃহ্যনুষ্ঠান (পা.গৃ.সূ. ২।১৭) প্রথম কৃষিকার্যে প্রবৃত্ত সাগ্নিকের করণীয় ছিল। শুক্লপক্ষে চন্দ্র-তারকার অনুকূল অবস্থিতিতে পুণ্য দিবসে নব উদ্যমে এই যাগের অনুষ্ঠান হত। মতান্তরে শুক্লপক্ষীয় গ্রহনক্ষত্রের শুভ অবস্থান ছাড়াও বা পুণ্য দিবস ব্যাতিরেকেও জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের যেকোন লগ্নে অকৃষ্ট ভূমির কর্ষণে অসুবিধা ছিল না। জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে ভূ-কর্ষণের অসুবিধা না থাকার কারণ হল – জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের অধিপতি দেবতা ইন্দ্র এবং বৃষ্টির মুখাপেক্ষী কৃষিকার্য ইন্দ্রের আয়ত্তাধীন[৭]। মাতৃপূজা ও আভ্যুদায়িক শ্রাদ্ধের অনন্তর হলকর্ষণ করণীয় ছিল। হলকর্ষণের পূর্বে ইন্দ্র, পর্জন্য, অশ্বিদ্বয়, মরুদ্গণ, উদলাকাশ্যপ, স্বাতিকা, সীতা ও অনুমতি এই আট দেবতার উদ্দেশ্যে দধি, যব, তণ্ডুল প্রভৃতির দ্বারা হোম করণীয় ছিল। দধি, যব, তণ্ডুল প্রভৃতি একটি পাত্রে নিয়ে আচমন করে পবিত্র হয়ে গোময় দ্বারা প্রলিপ্ত কৃষিক্ষেত্রের একপ্রান্তে বসে যথাবিহিত মন্ত্রে প্রতি দেবতার উদ্দেশ্যে হোম করতে হত। অনন্তর মধু ও ঘি একটি ভিন্ন পাত্রে নিয়ে কর্ষণকার্যে নিযুক্ত প্রতিটি বলদকে মৌন থেকে লেহন করাতে হত। অগ্রবর্তী বা শ্রেষ্ঠ বলদদের স্নান করিয়ে ঘুঙ্গুর, গন্ধদ্রব্য ও মাল্যদানে অলংকৃত করে অকৃষ্ট ভূমিতে নিয়ে যাওয়া হত। অতঃপর 'সীরা যুঞ্জন্তি' প্রভৃতি আলোচ্য সূক্তটির প্রথম মন্ত্রটির পাঠে বলদগুলিকে দক্ষিণ ও উত্তরক্রমে জোয়ালে যোজনা করণীয় ছিল। 'শুনং সুফালা' ইত্যদি পঞ্চম মন্ত্রটির পাঠে ভূমি কর্ষণ করতে হত। অথবা উক্ত মন্ত্রের পাঠে লাঙলের ফালকে স্পর্শ করণীয় ছিল। যিনি সাগ্নিক কৃষক তার ক্ষেত্রে স্থালীপাক করে চরু (পায়েস) দিয়ে পূর্বোক্ত ইন্দ্রাদি আটজন দেবতার উদ্দেশ্যে হোম করার পরেই ব্রীহি বা ধান, যব প্রভৃতির বীজ বপন করণীয় ছিল[৮]।

সূক্তটির মন্ত্রার্থের সাথে কর্মাবলীর রূপসম্পত্তি কতটা ঘটেছে দেখা যাক -

সীরা যুঞ্জন্তি কবযো যুগা বি তন্বতে পৃথক্। ধীরা দেবেষু সুম্নযৌ।। ১।।

প্রথম মন্ত্রটির সায়ণানুসারী অর্থ যথা – মেধাবীরা (অকৃষ্ট ভূমি কর্ষণের জন্য) লাঙল যোজনা করেন। দেবতাদের সুখকর (হবিঃ রূপ) অন্ন লাভের আশায় ধীমান্ ব্যক্তিরা বলীবর্দ অর্থাৎ বলদের স্কন্ধে জোয়াল প্রসারিত করেন।

সমগ্র সূক্তটির জপে জোয়ালে বলদ যোজনার ও কর্ষণ আরম্ভের কথা বলা হয়েছে। সুতরাং মন্ত্রের অর্থের সাথে কর্মানুষ্ঠানের যথেষ্ট রূপসম্পত্তি ঘটেছে বলা যায়। এই মন্ত্রটি ঋগ্বেদেও (১০।১০১।৪) পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে 'সুম্নযৌ'এর স্থানে 'সুম্নযা' পদটি পঠিত হয়েছে। সায়ণাচার্য অথর্ববেদভাষ্যে এর অর্থ করেছেন – 'সুখকর যজ্ঞ', ঋগ্বেদভাষ্যে কেবলমাত্র –'সুখ'। ঋগ্বেদে মন্ত্রটির গত-বিনিয়োগ সমাদিষ্ট হয়েছে। অতএব মন্ত্রটির অথর্ববেদীয় এহেন বিনিয়োগ এটাই প্রমাণ করে যে কৃষিক্ষেত্রে এই আনুষ্ঠানিকতার প্রাদুর্ভাব একেবারেই অথর্ববেদ অথবা তার সূত্রসাহিত্যের সময়কালে। পাশ্চাত্য গবেষক হুইটনির মতে মন্ত্রটিতে কবিকর্মের সাথে লাঙলকারীর প্রচ্ছন্ন তুলনা আছে[৯]।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 67
Website: https://tirj.org.in, Page No. 593 - 601
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

যুনক্ত সীরা বি যুগা তনোত কৃতে যোনৌ বপতেহ বীজম্।
বিরাজঃ শ্নুষ্টিঃ সভরা অসন্নো নেদীয় ইৎ সৃণ্যঃ পক্কমা যবন্।।২।।

সায়ণানুসারী অর্থ – (হে কৃষকেরা!) লাঙলগুলি জোয়ালের সাথে যুক্ত কর, জোয়ালগুলিকে বলদের পিঠে যুতে দাও। যোনীতুল্য প্রস্তুত এই কৃষিক্ষেত্রে বীজবপন কর। পরিপক্ক ফসল শীঘ্রই কর্ত্তনের উপযোগী হোক; যাতে আমাদের গোলাগুলি শস্যে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

মন্ত্রটিতে গর্ভধারণের সাথে বীজবপনের একটি প্রচ্ছন্ন তুলনা আছে। মন্ত্রটি একটু পরিবর্তিত রূপে ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। অথর্ববেদীয় এই মন্ত্রটির পাঠের মাধ্যমে চাষের উপযোগী করে প্রস্তুত কৃষিক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক ভাবে বীজবপনকারী যজুর্বেদীয় ঋত্বিক্ অধ্বর্যুকে ব্রহ্মা কর্তৃক অনুমন্ত্রণের বিধান দেওয়া হয়েছে বৈতান শ্রৌতসূত্রে। প্রাচীন ভারতীয় বর্ণাশ্রম ব্যবস্থায় সাধারণত বৈশ্য ও শূদ্রের জন্য কৃষিকার্য সমাদিষ্ট হলেও, অথর্ববেদীয় লোকাচারে আমরা দেখছি কৃষিকার্যের আনুষ্ঠানিক সমারম্ভের জন্য শ্রৌতকর্মানুষ্ঠানকারী অধ্বর্যু, ব্রহ্মা প্রমুখ ঋত্বিকদের ইন্দ্রাদি দেবতাদের মত বিতান বা যজ্ঞ প্রদেশ ছেড়ে কৃষিক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হতে।

লাঙ্গলং পবীরবৎ সুশীমং সোমসৎসরু।
উদিদ্ বপতু গামবিং প্রস্থাবদ্ রথবাহনং পীবরীং চ প্রফর্ব্যম্।।৩।।

তৃতীয় মন্ত্রের অর্থ – বজ্রের ন্যায় কঠিন অগ্রভাগ যুক্ত (ভূমি উৎপাটনের মাধ্যমে) শস্য উৎপাদনকারী, কৃষকের সুখদায়ী ও সোমযাগ নিষ্পাদক প্রভৃতি গুণ বিশিষ্ট লাঙল শস্য বপন করুক। (ক্ষেত্র কর্ষণে ধান্যাদি সমৃদ্ধির ফলে) গবাদিপশু, রথবহনে সমর্থ ঘোড়া, বলদ ও সকল কামনার পূর্তিকারী প্রথম বয়ঃস্থা স্ত্রী লাভ হয়।

বৈতানশ্রৌতসূত্র অনুযায়ী এই মন্ত্রের দ্বারা কর্ষণকার্যে যুক্ত লাঙলটির অনুমন্ত্রণ করণীয় ছিল। ঋগ্বেদে এই মন্ত্রটি উপলব্ধ নয়। তবে বাজসনেয়সংহিতায় (১২।৭১) মন্ত্রটি পাওয়া যায়। উল্লেখ্য ঋগ্বেদীয় অক্ষসূক্তে কৃষিপ্রশংসা কালে ঋষিকবি একই ভাবে কৃষিকার্যের শুভফল ঘোষণা করেছেন - ...কৃষিমিৎ কৃষস্ব...তত্র গাবঃ কিতব তত্র জায়া (ঋ.বে. ১০।৩৪।১৩)।

ইন্দ্রঃ সীতাং নি গৃহ্লাতু তাং পূষাভি রক্ষতু।
সা নঃ পয়স্বতী দুহামুত্তরামুত্তরাং সমাম্।।৪।।

চতুর্থ মন্ত্রের অর্থ - ইন্দ্র সীতাকে (লাঙলের ফালকে) নিম্নমুখী করে ধরুন, পুষা তাকে (সর্বত ভাবে) পালন করুন, সেই সীতা(ফসলের উপযুক্ত কৃষ্টভূমি) জলযুক্তা হয়ে সারা বছর শস্য উৎপাদন করুক।

মন্ত্রটি ঋগ্বেদেও একটু ভিন্নরূপে পাওয়া যায় (ঋ.বে. ৩।৫৭।৭)। ঋগ্বেদে 'তাং পূষাভি রক্ষতু'এর স্থলে 'তাং পূষানু যচ্ছতু' এই ভাবে মন্ত্রটি পঠিত হয়েছে। ঋগ্বেদীয় মন্ত্রটির দ্রষ্টা ঋষি বামদেব এবং যজ্ঞক্ষেত্র কর্ষণে মন্ত্রটির বিনিযোগ সমাদিষ্ট হয়েছে।

শুনং সুফলা বি তুদন্তু ভূমিং শুনং কীনাশা অনু যন্তু বাহান্।
শুনাসীরা হবিষা তোশমানা সুপিপ্পলা ওষধীঃ কর্তমস্মৈ।।৫।।

পঞ্চম মন্ত্রের অর্থ – লাঙলগুলি সুন্দরভাবে ভূমি কর্ষণ করুক, কর্ষকেরা সুষ্ঠ ভাবে বলীবর্দ বা বলদগুলিকে অনুগমন করুন। সুনসীর (সুখ ও লাঙলের অভিমানিনী দেবতারা) আহুতির দ্বারা তুষ্ট হয়ে যজমানের ধান্যাদি ওষধীগুলিকে সুন্দর ফলযুক্ত করুন।

এই মন্ত্রটিও ঋগ্বেদে পঠিত হয়েছে কিন্তু প্রথম পাদটির কিছু অংশ ও সমগ্র দ্বিতীয় পাদটি পরিবর্তিত রূপে[১০]। এই মন্ত্রটির প্রথম চরণের কিছু পদের ঋগ্বেদে ইতর বিশেষ থাকলেও দুই বেদেই পাদটির অর্থগত সাম্য আছে। কিন্তু

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 67
Website: https://tirj.org.in, Page No. 593 - 601
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

দ্বিতীয় পাদটি সম্পূর্ণ ভিন্নার্থক। ঋগ্বেদে দ্বিতীয় পাদটিতে পর্জন্যের কাছে মধুর জল ও সুনসীরের কাছে সুখ প্রার্থনা করা হয়েছে[১১]। বোধহয় অথর্ববেদীয় পরিবর্তিত লোকাচারের অনুগমন করতে গিয়ে বামদেব দৃষ্ট মন্ত্রটিই কৃষকের স্বার্থে যেন ঋষি বিশ্বামিত্র একটু ভিন্নরূপে ভিন্নার্থে উপস্থাপন করেছেন।

শুনং বাহাঃ শুনং নরঃ শুনং কৃষতু লাঙ্গলম্। শুনং বরত্রা বধ্যন্তাং শুনমষ্ট্রামুদিঙ্গয়।।৬।।

ষষ্ঠ মন্ত্রের অর্থ - বলীবর্দ বা বলদগুলি সুখে কর্ষণ করুক, কৃষকেরা সুখে (ভূমি)কর্ষণ করুন, লাঙলগুলিও সুন্দরভাবে (ভূমি) কর্ষণ করুক, (হাল-সংযুক্ত) বন্ধনরজ্জুগুলি (লাঙল-জোয়ালের সাথে বলদগুলিকে) সুন্দরভাবে বন্ধন করুক, (কৃষকের সুখার্থে) বলদ তাড়াবার লাঠিটি বলদগুলিকে (ভূকর্ষণে) সুষ্ঠু প্রেরণা দিক।

মন্ত্রটি ঋগ্বেদ সংহিতায় একই ভাবে পঠিত হয়েছে (ঋ.বে. ৪।৫৭।৪)। দুই সংহিতার ভাষ্যে মন্ত্রটির অর্থগত বিশেষ পার্থক্য নেই।

শুনাসীরেহ স্ম মে জুষেথাম্। যদ্ দিবি চক্রথুঃ পযস্তেনেমামুপ সিঞ্চতম্।।৭।।

সপ্তম মন্ত্রের অর্থ – (হে যুগ্ম দেব) শুনাসীর কৃষ্যমান এই কৃষিক্ষেত্রে আমাদের প্রদত্ত হবি বা আহুতি গ্রহণ করো। তোমরা দ্যুলোকে যে জলের সৃষ্টি করেছ; সেই বৃষ্টির জলের দ্বারা কৃষ্যমান এই ভূমিকে সিঞ্চন করো।

ঋগ্বেদে মন্ত্রটি একটু পরিবর্তিতরূপে পঠিত হয়েছে (ঋ.বে. ৪।৫৭।৫)। অথর্ববেদীয় মন্ত্র 'শুনাসীরেহ স্ম মে জুষেথাম্' এর স্থানে ঋগ্বেদে 'শুনাসীরাবিমাং বাচং জুষেথাং' পঠিত হয়েছে। সায়ণাচার্য ঋগ্বেদের ভাষ্যে 'বাচং' পদের গ্রহণে সমগ্র পাদটির অর্থ করেছেন – 'হে শুনাসীরৌ তৌ যুবামিমাং বক্ষ্যমাণাং মদীয়ং বাচং জুষেথাম্' ইত্যাদি। অর্থাৎ আমাদের দ্বারা প্রযুক্ত এই স্তুতি বাক্ তোমরা সেবন করো। শুনাসীর পদে সায়ণাচার্য ইন্দ্র ও বায়ু এই দুই দেবতাকে বুঝিয়েছেন ঋগ্বেদ ভাষ্যে[১২]। পূর্বেই আমরা দেখেছি অথর্ববেদীয় লোকাচারে ভূমি কর্ষণের আগে ইন্দ্র, মরুদ্গণ প্রমুখ আটজন দেবতাদের উদ্দেশ্যে কৃষ্যমান কৃষিক্ষেত্রে আহুতি দিতে হত। অতএব ক্রিয়মান কর্মের সাথে সায়ণ কথিত মন্ত্রার্থের যথেষ্ট রূপসম্পত্তি ঘটেছে বলা যায় অথর্ববেদে। হুইটনি মন্ত্রটির ক্ষেত্রকর্ষণে যজ্ঞীয় অনুষঙ্গের প্রসঙ্গকে বাদ দিয়েই কেবল মন্ত্রের পদগুলির অর্থের উপর নির্ভর করে মন্ত্রটির অর্থ করেছেন।[১৩]

সীতে বন্দামহে ত্বার্বাচী সুভগে ভব। যথা নঃ সুমনা অসো যথা নঃ সুফলা ভুবঃ।।৮।।

অষ্টম মন্ত্রের অর্থ – হে সীতা! (আমরা) তোমার বন্দনা করি, সৌভাগ্যবতী তুমি আমাদের অভিমুখী হও, যাতে আমারা সুন্দর মনোভাবাপন্ন হতে পারি, যাতে আমরা শোভন ফলযুক্ত হতে পারি।

মন্ত্রটি ঋগ্বেদেও পঠিত হয়েছে তবে একটু ভিন্নরূপে ও ভিন্নক্রমে।[১৪] তবে উভয় বেদেই মন্ত্রগত তাৎপর্যের বিশেষ প্রভেদ নেই। অথর্ববেদীয় বৈতানশ্রৌতসূত্রে এই মন্ত্রটির দ্বারা ভূস্বামী হালিককে দিয়ে কর্ষণ কৃত তিনটি সীতা বা হলোৎখাত রেখাকে অনুমন্ত্রণ করাবেন বলে আদিষ্ট হয়েছে।[১৫] সুতরাং মন্ত্রের অর্থের সাথে কর্মানুষ্ঠানের যথেষ্ট রূপসম্পত্তি ঘটেছে এখানে একথা নিঃসংকোচে বলা যায়।

ঘৃতেন সীতা মধুনা সমক্তা বিশ্বৈদেবৈরনুমতা মরুদ্ভিঃ।
সা নঃ সীতে পযসাভ্যাববৃৎস্বার্জস্বতী ঘৃতবৎ পিন্বমানা।।৯।।

নবম মন্ত্রের অর্থ – মধুর রসে সিক্তা, বিশ্বদেব ও মরুদ্গণের দ্বারা অনুমিতা সীতা! বলযুক্তা(তুমি) সরস অন্নের দ্বারা আমাদের পরিবৃত্ত করো। মন্ত্রটি ঋগ্বেদ সংহিতায় পাওয়া যায় না। কিন্তু বাজসনেয়সংহিতা (১১।৭০), তৈত্তিরীয়সংহিতাতে (৪।২।৫) মন্ত্রটি পাওয়া যায়।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 67
Website: https://tirj.org.in, Page No. 593 - 601
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অথর্ববেদের উত্তরকালে রামায়ণেও পূর্বে উল্লিখিত কৃষিভিত্তিক অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল। বাল্মীকীয় রামায়ণের বালকাণ্ডে বিশ্বামিত্র সহযোগে রাম ও লক্ষণকে জনকপুরীতে উপস্থিত হতে দেখি আমরা। তথায় বিশ্বামিত্রের ঐকান্তিক অনুরোধে রাজা জনক তাঁর কাছে রক্ষিত হরধনুর সমক্ষে রাম ও লক্ষণকে উপস্থিত করলেন। এই ধনুঃ প্রাপ্তির ইতিহাস ও সীতাকে বীর্যশুল্ক করার মানসিক সঙ্কল্পের কথা রাজা জনক জানিয়েছেন এখানে (বালকাণ্ড, সর্গ-৬৬-৬৭)। এই সর্গেই আমরা সীতার জন্মের ইতিবৃত্ত পেয়ে থাকি। যজ্ঞীয় ক্ষেত্র কর্ষণকালে রাজা জনক হলোৎঘাত রেখা হতে এক কন্যা সন্তান লাভ করেন। যেহেতু হলোৎঘাত রেখা বা সীতা থেকে তিনি এই কন্যা লাভ করেন; তাই পরবর্তী কালে তারঁ এই কন্যা সীতা নামে অভিহিতা হন -

অথ মে কৃষতঃ ক্ষেত্রং লাঙ্গলাদুত্থিতা ততঃ।
ক্ষেত্রং শোধয়িতা লব্ধা নাম্না সীতেতি বিশ্রুতা।। (রামায়ণ-১।৬৬।১৪)

যদিও শ্লোকটিতে প্রত্যক্ষতঃ যজ্ঞীয় ক্ষেত্র কর্ষণের কথা নেই। তথাপি টীকাকার গোবিন্দরাজ এই শ্লোকটির ব্যাখ্যাকালে যজ্ঞীয় ক্ষেত্রকর্ষণের প্রসঙ্গ উপস্থাপন করেছেন। গোবিন্দরাজের মতে শ্লোকের 'ক্ষেত্র' শব্দটি যজ্ঞীয় কৃষিক্ষেত্রের বাচক, তিনি সাক্ষাৎ শাস্ত্র বাক্যের উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছেন যে – দুটি বলদের সহযোগে অগ্নি চয়নার্থে যজ্ঞীয় ক্ষেত্রকর্ষণ করা হত। সেখানে 'লাঙ্গলং পবীরবৎ সুশীমং সোমসৎসরু' (অ.বে.৩।১৭।৩) প্রভৃতি মন্ত্র পাঠের মাধ্যমে অকৃষ্ট ভূমির কর্ষণ করা হত[১৬]। রাজা জনক ছিলেন সাগ্নিক বা আহিতাগ্নি যজমান তাই পারস্কর গৃহ্যসূত্র (পা.গৃ.সূ. ২।১৭) অনুযায়ী কৃষিকার্যে প্রবৃত্ত তাঁর পক্ষে হলকর্ষণের পূর্বে ইন্দ্র প্রমুখ আট দেবতার উদ্দেশ্যে দধি, যব, তণ্ডুল প্রভৃতির দ্বারা হোম ও চরু নির্বাপ অবশ্যই করণীয়। সেই কারণেই গোবিন্দরাজ এখানে যজ্ঞীয় ক্ষেত্র কর্ষণের প্রসঙ্গ উপস্থাপন করেছেন বলে মনে হয়। আবার বর্তমান কালের তুল্য সে কালেও কোন শুভ কর্মের আনুষ্ঠানিক সূচনা কোন স্বনামধন্য ব্যক্তি বিশেষের হাত দিয়ে করা হত। তাই প্রজাবৎসল রাজা জনককে আমরা যজ্ঞীয় হলকর্ষণ অনুষ্ঠানে হাজির হতে দেখি। অতএব কৃষিক্ষেত্রে অনুসৃত অথর্ববেদীয় লোকাচারের ধারা রামায়ণেও প্রবহমান ছিল বলা যায়।

অর্থশাস্ত্রের অধ্যক্ষপ্রচার অধিকরণের সীতাধ্যক্ষ নামের ৪১তম প্রকরণে কৌটিল্য কৃষি বিদ্যায় পারদর্শী একজনকে সীতাধ্যক্ষ হিসেবে রাজা কর্তৃক নিয়োগের নিদান দিয়েছেন। যাকে এখনকার মন্ত্রীসভার কৃষিমন্ত্রী বলা যেতে পারে। কৃষির উপযোগী বৃষ্টিপাত সম্বন্ধে, জমির প্রকৃতির উপর নির্ভর করে কোন জমিতে কি চাষ করলে ফসল উৎপাদন ভালো হবে ইত্যাদি বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান থাকতে হবে তার। সীতাধ্যক্ষের জ্ঞাতব্য বিষয় সকল কৌটিল্য সবিস্তারে এই প্রকরণে নথিবদ্ধ করেছেন। তাঁর এই আলোচনার অবসরে সেকালে কৃষিক্ষেত্রে অনুসৃত একটি লোকাচারের নিদর্শন পাওয়া যায়। সেকালে সকল প্রকার বীজের বপন সময়ে, তার প্রথম মুষ্টি স্বর্ণজল দিয়ে সিক্ত করে বপন করতে হত এবং সেখানে একটি বিহিত মন্ত্রের পাঠও বিধেয় ছিল –

প্রজাপতয়ে কাশ্যপায় দেবায় চ নমঃ সদা।
সীতা মে ঋধ্যতাং দেবী বীজেষু চ ধনেষু চ।। (অ.শা.পৃ.১৭৯)

মন্ত্রার্থ-প্রজাপতি, কাশ্যপ ও পর্জন্য দেবকে সর্বদা নমস্কার করি। সীতাদেবী আমার বীজ ও ধনসমূহের বৃদ্ধি বিধান করুন। রাধাগোবিন্দ বসাকের মতে – "কৃষির অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম এখানে 'সীতা' বলিয়া ধৃত হইয়াছে।" (অ.শা. প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৭৯.)। সুতরাং অথর্ববেদীয় মন্ত্রে যে হলোৎখাত রেখার অভিমানিনী দেবতাকে সীতা বলে স্তুতি করে তাঁর কাছে শস্য সমৃদ্ধির প্রার্থনা করা হয়েছে, সেই সীতাই অর্থশাস্ত্রে কৃষির অধিষ্ঠাত্রী দেবী হিসাবে কল্পিতা হয়েছেন। রামায়ণেও একটি মূর্ত চরিত্র বিনির্মাণে তার যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে বলা যায়।

আধুনিক ভারতবর্ষে কৃষিকেন্দ্রিক বহু উৎসব প্রচলিত। যেমন - বাংলার নবান্ন, ওড়িশা ও ছত্রিশগড়ের নুয়াখাই, অসমের ভোগালী বিহু, মেঘালয়ের ওয়াঙ্গল, তামিলনাড়ুর পঙ্গল, কেরলের ওনম্। এই উৎসবগুলিকে বৈদিক যুগে প্রচলিত

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 67
Website: https://tirj.org.in, Page No. 593 - 601
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কৃষি ভিত্তিক যজ্ঞ কর্মের মধ্য প্রলম্বন যজ্ঞের অর্থাৎ শস্যকাটাই উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত লোকাচারের বিবর্তিত অনুষ্ঠান হিসাবে দেখা যেতে পারে। সুতরাং আধুনিক ভারতে বহুল প্রচলিত এই উৎসবগুলিতে পূর্বে আলোচিত সেই সীতাযজ্ঞের প্রভাব সেভাবে নেই বলা যেতে পারে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কম্বোডিয়া, মায়ানমার, প্রাচীনের শ্যামদেশ বা আধুনিকের থাইল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের সমাজ-সংস্কৃতি ও কৃষ্টিতে রামায়ণের প্রভাব সুদূর প্রসারী। রামায়ণের মাধ্যেমেই প্রাচীন ভারতীয় কৃষি কেন্দ্রিক এই লোকাচার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে বহুল প্রচলিত হয় ও কালে কালে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে[১৭]। পূর্বোক্ত দেশগুলিতে এই বাৎসরিক অনুষ্ঠানটি 'Royal Polughing Ceremony'বা 'রাজকীয় হলকর্ষণ' উৎসব হিসাবে উদ্-যাপিত হয়। দেশ ও কালের প্রভাবে এই লোকাচারের কিছু পরিবর্তন ঘটলেও মূল আঙ্গিকটি অক্ষুণ্ণ থেকেছে। সেখানেও অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে দেশের সর্বময় কর্তা বা রাজা পূর্বনির্ধারিত কৃষিক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিকভাবে লাঙল দিয়ে ক্ষেত্রকর্ষণের মাধ্যমে কৃষিকার্যের শুভারম্ভ করেন। ভারতীয় প্রাচীন লোকাচারের মতো এখানেও কর্ষণকার্যে নিযুক্ত বলদগুলিকে বিবিধ অলংকারে অলংকৃত করা হয়। ক্ষেত্রকর্ষণের সময় সেদেশীয় পুরোহিতেরা পঞ্চদশ দেবতার উদ্দেশ্যে সমন্ত্রক অর্ঘ্য নিবেদন করেন। তুলনীয় পারস্করগৃহ্যসূত্রে আমরা ক্ষেত্রকর্ষণ আরম্ভে ইন্দ্র প্রমুখ আটজন দেবতার উদ্দেশ্যে সমন্ত্রক আহুতি দানের বিধান পায়। তথ্যসূত্র অনুযায়ী বৃষ্টির দেবতা *মিয়ো খৈং কিয়াজওয়া* এর প্রসন্নতার জন্য রাজকীয় হলকর্ষণ উৎসবটি অনুষ্ঠিত হয়, যাতে দেশে শস্য উৎপাদন ভালো হয়[১৮]। অতএব পরিশেষে বলা যায়, উত্তর কালের ভারতীয় সাহিত্য রামায়ণকে অবলম্বন করেই প্রাচীন ভারতীয় কৃষিকেন্দ্রিক লোকাচারের দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় সফল পদার্পণ ঘটেছে।

রাজকীয় হলকর্ষণ উৎসব, ব্যাঙ্কক, থাইল্যাণ্ড, ২০১৯, ব্রহ্মদেশীয় সোয়া চোন (Saya Chone) কর্তৃক অঙ্কিত রাজকীয় হলকর্ষণের চিত্র[১৯]

Reference:

১. সা নিষ্ঠা যা বিদ্যা স্ত্রীষু শূদ্রেষু চ, আথর্বনস্য বেদস্য শেষ ইত্যুপদিশন্তি। (আপ. ধ. সূ. ২.২৯.১১-১২)।

২. 'সীরা যুঞ্জন্তি' ইতি নবর্চং সীতাদৈবত্যমানুষ্টুভম্। বিশ্বামিত্রঃ সর্বাভিঃ সীতামেব'স্তৌৎ। (অথর্বেদীয়-বৃহৎসর্বানুক্রমণিকা ২।২।৬)।

৩. 'সীরা যুঞ্জন্তি'ইতি দ্বিতীয়সূক্তেন কৃষিনিষ্পত্তিকর্মণি ক্ষেত্রং গত্বা যুগলাঙ্গলং বধ্নাতি। অনেনৈব সূক্তেন দক্ষিণম্ অনড্বাহং যুগে যুনক্তি। ততঃ কর্তা অনেন সূক্তেন প্রাচীনং কৃষন্ সূক্তসমাপ্ত্যনন্তরং হালিকায় হলং প্রযচ্ছেৎ। তেন তিসৃষু সীতাসু কৃষ্টাসু উত্তরসীতান্তে অগ্নিম্ উপসমাধায় অনেন সূক্তেন পুরোডাশেন ইন্দ্রম্ স্থালীপাকেন অশ্বিনৌ চ যজন্ উত্তরস্যাংসীতায়াং সংপাতান্ আনয়েৎ। (অ.বে.সা.ভা. পৃ. ৩৪৫)

৪. 'সীতা বন্দামহে'ইত্যৃচা হালিকেন কৃষ্যমাণাস্তিস্রঃ সীতাঃ কর্তা প্রত্যেকম্ অনুমন্ত্রয়তে (অ.বে.সা.ভা.পৃ. ৩৫৪)

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 67
Website: https://tirj.org.in, Page No. 593 - 601
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৫.অগ্নিচয়নকর্মণি অগ্নিক্ষেত্রকর্ষণায় যুজ্যমানং সীরং 'সীরা যুঞ্জন্তি' ইতি ব্রহ্মা অনুমন্ত্রয়তে। (অ.বে.সা.ভা.পৃ. ৩৪৫)।

৬. 'কৃতে যনৌ'ইতি তস্মিন্ কৃষ্টক্ষেত্রে ওষধীরাবপন্তম্ অধ্বর্যুম্ অনুমন্ত্রযতে। (অ.বে.সা.ভা. পৃ. ৩৪৫)।

৭. ইন্দ্রদৈবত্যং জ্যেষ্ঠানক্ষত্রং ইন্দ্রায়ত্তা চ কৃষিরিতি (পা.গৃ.সূ. কর্কভাষ্য পৃ. ২৮৬)।

৮. অথ সাগ্নিকস্য কৃষিকর্মণি বিশেষমাহ। ...স্থালীপাকস্য চরোঃ পূর্ববল্লাঙ্গলযোজনোক্তদেবতা ইন্দ্রাদিকাঃ যজেত কিংকুর্বন্ প্রবপন্ কুর্বন্ কযোঃ ব্রীহিযবযোঃ ব্রীহিযবযোর্বপনকালে। (পা.গৃ.সূ. হরিহর ভাষ্য, পৃ. ২৮৭)।

৯. The verse seems to imply hidden comparison of the Poet's work with the plowman's. (হুইটনি, অথর্ববেদ সংহিতা, পৃ.১১৫)।

১০. শুনং নঃ ফালা বি কৃষন্তু ভূমিং শুনং কীনাশা অভি যন্তু বাহৈঃ। শুনং পর্জন্যো মধুনা পয়োভিঃ শুনাসীরা শুনমস্মাসু ধত্তং।। (ঋ.বে. ৩।৫৭।৮)।

১১. পর্জন্যো মধুনা মধুরৈঃ পয়োভিরুদকৈঃ সিঞ্চতু। হে শুনাসীরা...সুখমস্মাসু ধত্তম্... (ঋ.বে.সা. ৩।৫৭।৮)

১২. অতঃ শুন ইন্দ্রঃ সীরো বাযুঃ ইতি (ঋ.বে. সা.ভা. ৪।৫৭।৫)।

১৩. Śunāsīrā, do ye (two) enjoy me here; what milk ye have made in heaven, therewith pour ye upon this (furrow). (হুইটনি, অথর্থবেদ সংহিতা, পৃ.১১৭)।

১৪. অর্বাচী সুভগে ভব সীতে বন্দামহে ত্বা। যথা নঃ সুভগাসসি যথা নঃ সুফলাসসি।। (ঋ.বে.৪।৫৭।৬)

১৫. 'সীতা বন্দামহে'ইত্যচা হালিকেন কৃষ্যমাণাস্তিস্রঃ সীতাঃ কর্তা প্রত্যেকম্ অনুমন্ত্রয়তে (অ.বে.সা.ভা.পৃ. ৩৫৪)।

১৬. অথেতিবৃত্তান্তান্তরারম্ভে ক্ষেত্রং যাগভূমিং মে কৃষতঃ ময়ি কর্ষতীত্যর্থঃ চয়নার্থমিতি শেষঃ "লাঙ্গলং পবীরবমিতি দ্বাভ্যামৃষভেণ কৃষতি" ইত্যাদি শাস্ত্রাৎ। (রামায়ণ - ১।৬৬।১৪)।

১৭. The Royal Ploughing ceremony was introduced to Southeast Asia from ancient India. The ceremony appeared in ancient Indian epic Rāmāyaṇa, thousand years ago. (Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Ploughing_Ceremony#The_pre-Ramayana_tradition retrieved on- 28.11.2020

১৮. The Ploughing ceremony was a ritual to propitiate the rain god, *Meo Khaung Kyawzwa* in order to ensure a good harvest for the kingdom.
(Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Ploughing_Ceremony#The_pre-Ramayana_tradition retrieved on- 28.11.2024

১৯.https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saya_Chone%27s_%22Royal_Ploughing_Ceremony%22.png. retrieved on- 28.11.2024

Bibliography:

অথর্ববেদ শৌনকীয় (পদপাঠ-শ্রীসায়ণাচার্যকৃতভাষ্য-পাঠভেদ-টিপ্পণী-সহিত), সম্পা. বিশ্ববন্ধু (ভীমদেব, বিদ্যানিধি,মুনীশ্বরদেব প্রমুখের সহযোগীতায়), *বিশ্বেশ্বরানন্দ ভারত-ভারতী গ্রন্থমালা* ১৩-১৭, হোশিয়ারপুর: বিশ্বেশ্বরানন্দ বৈদিক শোধসংস্থান, ১৯৬০ (প্রথম খণ্ড)

অথর্ববেদীয়-বৃহৎসর্বানুক্রমণিকা, সম্পা. বিশ্ববন্ধু, হোশিয়ারপুর:বিশ্বেশ্বরানন্দ বৈদিক শোধসংস্থান, ১৯৬৬

আপস্তম্ব, *আপস্তম্ব-ধর্মসূত্র* (শ্রীমৎ হরদত্ত মিশ্র বিরচিত উজ্জ্বলা বৃত্তি সহিত), সম্পা. মহামহোপাধ্যায় চিন্নস্বামিশাস্ত্রী এবং মীমাংসা শিরোমণি রামনাথশাস্ত্রী, বারাণসী:চৌখাম্বা সংস্কৃত সীরীজ অফিস, ১৯৬৭

ঋগ্বেদসংহিতা (শ্রীমৎ সায়ণাচার্য বিরচিত ভাষ্য সহিত), সম্পা. এন. এস্. সোনটক্কে, সি.জি. কাশিকর্, বি.এস্. বরদারাজ শর্মা, বি.ভি. উম্রাণিকর্ প্রমুখ, পুণে:বৈদিক-সংশোধন- মণ্ডল, ১৯৩৬

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 67
Website: https://tirj.org.in, Page No. 593 - 601
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কৌটিল্য, *অর্থশাস্ত্র*, সম্পা. রাধাগোবিন্দ বসাক বিদ্যাবাচস্পতি, কোলকাতা : জেনারেল প্রিন্টার্স এণ্ড পাব্লিসার্স প্রা. লি., ১ম খণ্ড, ১৯৬৭

পারস্কর-গৃহ্যসূত্র (কর্কাচার্য, জয়রাম,হরিহর, গদাধর, বিশ্বনাথ প্রমুখ লিখিত ভাষ্য সহিত), সম্পা. মহাদেব গঙ্গাধর বাক্রে, বোম্বাই : মুন্সীরাম মনোহরলাল প্রা. লি., ১৯৮২

শ্রীমদ্-বাল্মীকি-রামায়ণ (গোবিন্দরাজ কৃত ভাষ্য সহিত), সম্পা. টি.আর. কৃষ্ণাচার্য এবং টি.আর. ব্যাসাচার্য, বালকাণ্ড, বোম্বাই: নির্ণয়সাগর প্রেস, ১৯১১

Whitney, William Dwight. *Atharva-Veda- Saṃhitā* (trans. with a critical & exegetical commentary). Ed. Charles Rockwell Lanman (with the cooperation of various scholars). *The Harvard Oriental Series.* Vol. VII. Cambridge, Massachusetts: Harvard University, 1905

(Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Ploughing_Ceremony#The_pre-Ramayana_tradition retrieved on- 28.11.2020